বিজেএমসি বুলেটিন

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮

সারা দেশে আড়ম্বরপূর্ণ জাতীয় পাট দিবস ২০১৮ উদযাপন

বাংলার পাট তার ক্রান্তিকাল পেরিয়ে আবারও নতুন সম্ভাবনার মুখ দেখছে। গ্রিন ইকোনমি, ন্যাচারাল ফাইবারের ব্যাপক চাহিদা ও সরকার কর্তৃক নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ হিসেবে খ্যাত "পাট" তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে শুরু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের রপ্তানি বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে গত ০৬ই মার্চ সারাদেশে দ্বিতীয়বারের মতো বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উদযাপিত হলো জাতীয় পাট দিবস ২০১৮। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "সোনালি আঁশের সোনার দেশ, পাট পণ্যের বাংলাদেশ"।

৬ই মার্চ জাতীয় পাট দিবস ২০১৮ এর শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সরকারি খাতের পাটকলগুলো লাভজনক করে তুলতে আন্তরিকভাবে কাজ করার নির্দেশনা দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন- "এ খাতের যন্ত্রপাতিগুলো অত্যন্ত পুরনো। কাজেই মেশিনারিজগুলো বদলাতে হবে"। প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন আর যেখানে যেটুকু সমস্যা দেখা দেয়, তা সমাধান করবে সরকার। এ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী মো: ইমাজউদ্দিন প্রামাণিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী এবং বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম এমপি। এছাড়াও বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফয়জুর রহমান চৌধুরী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

এ দিবস উদযাপন উপলক্ষে গ্রহণ করা হয়েছিল ১০ দিন ব্যাপী নানা কর্মসূচি। পাট দিবসের গুরুত্ব ও পাট সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দুই গ্রুপে এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৬জনকে ৬ই মার্চের পাট দিবসের অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও ১১টি ক্যাটাগরিতে আরও ১২ জনের হাতে পাট দিবসের পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর পাটপণ্যের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি প্রামাণ্য চিত্রও প্রদর্শিত হয়। পাটপণ্য মেলার শুভ উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

পাট দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

দেশবরেণ্য চিত্রশিল্পীদের নিয়ে পাটের ক্যানভাসে আর্ট ক্যাম্পিং

পাট দিবস উদযাপন উপলক্ষে বর্ণিল সাজে সজ্জিত হয়েছিল ঢাকা শহর। ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক বিভাজকের ওপর ছিল পাটকাঠি। গ্রামের উঠোনে ভেজা পাটকাঠি যেভাবে শুকোতে দেয়া হয়, ঠিক সেভাবে সাজানো। কাজী নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউয়ের প্রতিটি ল্যাম্পপোস্টের সমান্তরালে সাজিয়ে রাখা হয় পাটকাঠি। মূল রাস্তার ধারে ডিজিটাল ব্যানার এবং ব্যানারে পাটসমৃদ্ধ গ্রামের ছবি, সবুজ পাটের ক্ষেত, গাছ থেকে ছাল আলাদা করা, ধুয়ে শুকোতে দেয়ার দৃশ্য ছিল চোখে পড়ার মত। কাওরানবাজারের সার্ক ফোয়ারা মোড়টি যেন পাটের গ্রাম। পাট বহন করার জন্য আগে যে বিশাল বিশাল নৌকা ব্যবহার করা হত সেসব নৌকা দিয়ে সাজানো হয়েছিল বিভিন্ন রাস্তা।

জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষে উদযাপিত বিভিন্ন কর্মসূচি

- ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি- শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় দেশবরেণ্য চিত্রশিল্পীদের নিয়ে পাটের ক্যানভাসে আর্ট ক্যাম্পিং
- ০১মার্চ- মানিক মিয়া এভিনিউ হতে ফরিদপুর পর্যন্ত রোডশো
- ০২ মার্চ- বর্ণাঢ্য পাট র‍্যালি
- ০৩মার্চ- হাতির ঝিলে নৌ র‍্যালি
- ০৪ মার্চ- জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে কবিতা পাঠের আসর
- ০৫ মার্চ- সিরডাপ মিলনায়তনে পাট সম্পর্কিত সেমিনার
- ০৬ মার্চ- জাতীয় পাট দিবস উদযাপন
- ০৭ মার্চ- ঢাকা চেম্বারে পাট বিষয়ক সেমিনার
- ০৮ মার্চ- জাতীয় পাটপণ্য মেলার সমাপণী অনুষ্ঠান

৬ই মার্চ জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

হাতির ঝিলে নৌ র‍্যালি

উল্লেখ্য যে, ৬ই মার্চ, ২০১৮ "জাতীয় পাট দিবস" উদযাপন উপলক্ষে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহ বিভিন্ন ধরনের বেলুন, ফেস্টুন, ব্যানার, লিফলেট ইত্যাদি দিয়ে সু-সজ্জিত করা হয়। এছাড়াও র‍্যালি, দুপুরের খাবার বিতরণ ইত্যাদি আয়োজনের মধ্যদিয়ে আনন্দমুখরভাবে দিবসটি পালন করা হয়।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৮ তে বিজেএমসি'র অংশগ্রহণ

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৮ তে বিজেএমসি প্রতিবছরের ন্যায় এবারও অংশগ্রহণ করে। দীর্ঘদিন পর বিজেএমসি এই মেলায় নিজস্ব প্যাভিলিয়নে নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন করে। বিজেএমসি'র রিজার্ভ প্যাভিলিয়ন নম্বর ছিল আরপিএ ২।

মেলায় পণ্যের নতুনত্ব, মান ও দাম, বিক্রয়, দর্শনার্থীদের সংখ্যা, তথ্য ও সেবা ইত্যাদি সার্বিক দিক বিবেচনায় বিজেএমসি রিজার্ভ প্যাভিলিয়ন কোটায় ৩য় স্থান অধিকার করে। বিজেএমসি'র প্যাভিলিয়নে দর্শনার্থীদের অংশগ্রহণ অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। বিশেষ করে পাটের নতুন ডাইভারসিফাইড পণ্য যেমন জুটো ফাইবারে উৎপাদিত পণ্য, পাটপাতা থেকে পানীয়, পাট হতে সোনালী ব্যাগ ইত্যাদি দর্শনার্থীদেরকে আকৃষ্ট করেছে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু কর্ণারও ছিল দর্শনার্থীদের আগ্রহের বিষয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

চেয়ারম্যান বিজেএমসি, যাঁর নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ উদ্দীপনায় এ বুলেটিন। এ প্রকাশনার মাধ্যমে বিজেএমসি ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের ঘটনাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে। সকল কর্মচারি যাঁরা তথ্য/ছবি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

শুরু হলো আর একটি নতুন বছর ২০১৮। এই নতুন বছরে পাট পরিবারের সাথে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিজেএমসি'র পক্ষ হতে ভাষা শহীদদের আত্মার প্রতি পুষ্পার্ঘ অর্পণ ও আলোচনা সভা

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ উপলক্ষে ২৫/০২/১৮ তারিখে বিকাল ৩.০০টায় বিজেএমসির কনফারেন্স কক্ষে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সচিব জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. অরুণা বিশ্বাস এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. চঞ্চল কুমার বোস। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেএমসি'র পরিচালকমন্ডলী, উপদেষ্টাগণ, সচিব ও সকল স্তরের কর্মচারি। উক্ত আলোচনা সভায় বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালির আত্ম-অন্বেষায় যে ভাষা চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং তারই সূত্র ধরে কিভাবে ১৯৫২ সালের ২১ফেব্রুয়ারিতে বীর বাঙ্গালির সন্তানেরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যা আজ শুধুমাত্র দেশের গন্ডির মধ্যেই নয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও স্বীকৃতি অর্জন করেছে ইত্যাদি বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য, ২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরীতে বিজেএমসি'র কর্মচারিদের পক্ষ হতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের আত্মার প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহেও যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপন করা হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালির আত্ম-অন্বেষায় যে ভাষা চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং তারই সূত্র ধরে কিভাবে ১৯৫২ সালের ২১ফেব্রুয়ারিতে বীর বাঙ্গালির সন্তানেরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যা আজ শুধুমাত্র দেশের গন্ডির মধ্যেই নয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও স্বীকৃতি অর্জন করেছে ইত্যাদি বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়।

'২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উদযাপন

স্বাধীনতা তুমি বাগানের ঘর, কোকিলের গান, বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা, যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা - কবি শামসুর রহমান

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস'২০১৮ উপলক্ষে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ের অফিসার্স এসোসিয়েশন, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ইউনিট ও কেন্দ্রীয় কর্মচারী সংসদ (সিবিএ) জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পনের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

এবং এ দিবস উদযাপন উপলক্ষে ০২/০৪/২০১৮ তারিখ বিকাল ৩ টায় বিজেএমসি'র কনফারেন্স কক্ষে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার শুরুতেই শহীদদের স্মরণে ১(এক) মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বিজেএমসিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, দোয়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১৭ মার্চ ২০১৮তারিখ বিকাল ৩.০০টায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮ তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বিজেএমসি'র সম্মেলন কক্ষে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা, দোয়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর মাননীয় মন্ত্রী জনাব মুহাঃ ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: ফয়জুর রহমান চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সচিব এবং বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান

আরো উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থার প্রধানগণ, বিজেএমসি'র পরিচালকবৃন্দ, সচিব এবং সর্বস্তরের কর্মচারিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও কর্মময় জীবন এবং শিশুদের মেধা বিকাশ নিয়ে আলোচনা হয়। সর্বশেষে ক্ষুদ্র নৃ-ত্বাত্তিক গোষ্ঠী হাজংদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পহেলা ফাল্গুন ১৪২৪

“প্রকৃতিতে প্রাণ জাগে, ফুলে ফুলে আগুন
শীত গেল চলে, আজ পহেলা ফাল্গুন”

পহেলা ফাল্গুন ১৪২৪। পলাশ রাঙা সকালে দখিনা হাওয়ায় আমের মুকুলের দোলা জানান দিলো, এসেছে ঋতুরাজ বসন্ত। বছরঘুরে প্রকৃতিতে তাই লেগেছে রংয়ের ছোঁয়া। চারদিকে প্রাণের স্পন্দন সাজ সাজ রব। সামনে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা নিয়ে বসন্তের উপস্থিতি। তাই কবির ভাষায়- ‘ফুল ফুটুক আর না-ই ফুটুক আজ বসন্ত।

সারা বছরের কর্মব্যস্ততার ফাঁকে সকলেরই ইচ্ছে করে প্রাণের উৎসবে মেতে উঠতে। আর তারই প্রয়াসে দালানের খোলস ছেড়ে বাসন্তী সাজে সজ্জিত হয়েছিল আমাদের বিজেএমসি পরিবার। এই আনন্দমেলা মলিন করবে সব বাধা বিপত্তিকে...এমনটাই যেন প্রত্যাশা সকলের মাঝে। বসন্তের এই বর্ণিল সাজ... রঙের ছটা... বিজেএমসি’র সকলের জীবনে ছড়িয়ে থাক বছরজুড়ে... এই কামনায় –

বিজেএমসি'র বার্ষিক বনভোজন ২০১৮

ব্যস্ততার মাঝে...মন যেতে চায় উড়ে
নীল সীমানায় কিংবা আরো বহুদূরে॥

যান্ত্রিক জীবনের একঘেয়েমি থেকে বাঁচতে মন চায় একটুখানি শান্তির পরশ। বনভোজনই হতে পারে সেই শান্তির জাদুর কাঠি; যার পরশে ভুলে যেতে পারি ব্যস্তময় জীবনের ক্লান্তি। আর এই ক্লান্তি, অবসাদ, বিষণ্নতা দূর করার লক্ষেই ঢাকা শহর হতে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে সাভারের আশুলিয়ায় অবস্থিত ডেফোডিল ইউনির্ভাসিটির স্থায়ী ক্যাম্পাসেই হয়ে গেল বিজেএমসি'র কর্মকর্তাদের বার্ষিক বনভোজন।

সকাল ৮.৩০ মিনিটে সকল কর্মকর্তা বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় হতে শুরু করে তাদের যাত্রা। বিরুলিয়া ব্রিজ পার হতেই চোখে পড়ে যায় গ্রাম বাংলার সেই অপরুপ সৌন্দয্য। রাস্তার দু'ধারে সবুজ ধানক্ষেত, পুকুর, পাখির কলকাকলি। কি অপূর্ব বসন্তের পাগল করা দক্ষিণ হাওয়া। দেড় থেকে দু'ঘন্টার মধ্যেই পৌছে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থল ডেফোডিল ইউনির্ভাসিটির সুবিশাল ক্যাম্পাসে। ক্যাম্পাসের গেইটটি ছিল নানা রঙের বেলুন দিয়ে সাজানো যেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতেই এই আয়োজন। গেইটের মধ্য দিয়ে গাড়ি ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল সারি সারি কাঁঠাল গাছ, আম গাছ। আমের মুকুলের সুন্দর গন্ধ যেন পহেলা বৈশাখেরই আগমনী বার্তা। তারপর চোখে পড়ল বিস্তীর্ণ মাঠ। অফুরন্ত প্রাণের জোয়ারে ভরে উঠল নিস্তব্ধ সেই ক্যাম্পাস।

ছোট বড় সকল কর্মকর্তা বয়সের বাঁধ ভুলে গিয়ে নেমে পড়ল সারাটা দিন নিজের মতো করে উপভোগ করবে বলে। এদিন নেই কোন কাজের চাপ, নেই দপ্তরে দপ্তরে নথি নিয়ে যাবার পালা, নেই বড় স্যারদের বকা খাওয়ার ভয়। সবাই মিলে হৈচৈ খেলাধুলা, গানবাজনা করে দিন কাটানোর জন্যই তো এই বনভোজন। আর এরই প্রয়াসে নানা রকমের পিঠা খাওয়ার মধ্যদিয়েই শুরু হয়ে গেল কর্মকর্তাদের ছোট ছোট কচিকাচা বাচ্চাদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। একে একে অনুষ্ঠিত হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বড়দের খেলাধুলা, রাইফেল ড্র এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিভিন্ন ইভেন্টের মাঝে ছিল খাবারের আয়োজন।

এই করতে করতে কখন যে নেমে এলো সন্ধ্যা তা টেরই পেলাম না। গোধুলী লগনে পশ্চিম আকাশের কোলে ঢোলে পড়া সূয্য মনে করিয়ে দিল আর নয়; এবার ফেরার পালা। খারাপ লাগছিল, যখন আমাদের বাস ডেফোডিল ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস হতে বেরিয়ে বাঁক নিল পুরোনো রাস্তা ধরে, যেখান হতে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল সেখানেই ফিরে আসবে বলে। তখন মনটা হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠছিল। সবকিছু মিলিয়ে স্মরণীয় করে রাখার মতোই একটি দিন কাটালাম সবাই মিলে।

বিজেএমসি কেন্দ্রীয় কর্মচারী সংসদ (সিবিএ) কর্তৃক আয়োজিত কর্মচারীদের বার্ষিক বনভোজন

নারায়নগঞ্জের সোনারগাঁয় অবস্থিত “সোনারগাঁ ট্যুরিস্ট হোমে” বিজেএমসি কেন্দ্রীয় কর্মচারী সংসদ (সিবিএ) এর উদ্যোগে গত ১০/০২/২০১৮ তারিখে বিজেএমসি'র কর্মচারীদের নিয়ে এক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। বিজেএমসি প্রধান কার্যালয় হতে সকাল ৮.০০ ঘটিকার সময় সোনারগাঁ পিকনিক স্পটের উদ্দেশ্যে বাস ছেড়ে যায়। স্পটে পৌঁছানোর পর সবাই ঐতিহ্যবাহী পানাম সিটি ও সোনারগাঁ জাদুঘরে ঘুরে বেড়ান। তারপর ছেলে-মেয়েদের মোগর লড়াই, মহিলাদের হাড়িভাঙ্গা এবং পুরুষদের খালি গোলপোষ্টে গোল করা খেলার আয়োজন করা হয়। বেলা ১.৩০ থেকে খাবার পরিবেশন করা হয়। বিজেএমসির বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাগন পিকনিকে অংশগ্রহন করেন। বিজেএমসি'র কর্মচারীদের সন্তানেরা ও কর্মচারীরা গান ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

ক্রীড়াঙ্গনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিজেএমসি'র অর্জন

ভারতে অনুষ্ঠিত ৩৯তম অল ইন্ডিয়া জাতীয় ও আমন্ত্রণমূলক মাস্টার এ্যাথলেটিক্স ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৮ ভারতের নয়াদিল্লির জহরলাল নেহেরু ষ্টেডিয়ামে গত ১৪/০২/২০১৮ তারিখ হতে ১৭/০২/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের পক্ষে বিজেএমসি হতে মনোনীত ০৭ (সাত) জন মাস্টার এ্যাথলেটদের মধ্যে ০৪ (চার) জন মাস্টার এ্যাথলেট ৬টি স্বর্ণ পদক এবং ২জন ২টি রৌপ্য পদক পেয়ে বিজেএমসি'র হয়ে দেশের সম্মান বয়ে নিয়ে এসেছেন।

বিজেএমসি'র ৩৭তম বার্ষিক কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

২৫ থেকে ২৮ মার্চ ২০১৮ ডেমরাস্থ করিম জুট মিলস লিঃ এর মাঠে অনুষ্ঠিত হল বিজেএমসি'র ৩৭তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ২৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে ৪ দিন ব্যাপী এ প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিজেএমসির চেয়ারম্যান ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিজেএমসি'র পরিচালকমন্ডলী, উপদেষ্টাগণ, সচিব, প্রকল্প প্রধানগণ, বিভিন্ন ইভেন্টের টিম ম্যানেজার, প্রশিক্ষক, কর্মচারি ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

উক্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫টি ডিসিপ্লিনে খেলা হয় - (১)এ্যাথলেটিক (২)সাইক্লিং (৩)হ্যান্ডবল (মহিলা) (৪)ভলিবল (মহিলা) (৫)কাবাডি (মহিলা)। ০৩টি অঞ্চল (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা) এর মোট ২৫৪জন ক্রীড়াবিদ উক্ত ০৫টি ডিসিপ্লিনের ৫০টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ৩টি অঞ্চলের (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা) প্রায় ৩০০ জন ক্রীড়াবিদ মোট ৫০টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় দলগতভাবে ঢাকা অঞ্চল প্রথম স্থান, খুলনা ২য় এবং চট্টগ্রাম ৩য় স্থান অধিকার করে।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০১৮
পুরস্কার বিতরণ
অতিথিদের
আগমন
শুভেচ্ছা স্বাগতম
১ম
২য়
৩য়

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়া উদযাপন

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উন্নীত হওয়ার বিষয়ে উদযাপনের লক্ষ্যে ২০.০৩.২০১৮ হতে ২৬.০৩.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ০১ সপ্তাহব্যাপী নানা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২০/০৩/১৮ তারিখ বিজেএমসি'র ৭ম তলার কনফারেন্স কক্ষে সংস্থার পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং গত ২১/০৩/১৮ তারিখ সংস্থার বোর্ড সভাকক্ষে উপদেষ্টা (গবেষণা) মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়।

মিলসমূহেও একইভাবে বিষয়টি উদযাপনের লক্ষে মিলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান সাজসজ্জাকরণ, আলোকসজ্জাকরণসহ সেমিনার, র‌্যালি, মেলা, চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করা হয়।

বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণের পদোন্নতির তালিকা

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	বর্তমান কর্মস্থল	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ
১.	জনাব খান মোঃ কামরুল ইসলাম ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও প্রকল্প প্রধান	আমিন জুট মিলস্	উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাঃ/সাঃ সেবা/বোর্ড এন্ড কোং/প্রসিডিং)
২.	জনাব জাফর বায়েজীদ উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	রাজশাহী জুট মিলস্ লিঃ	ব্যবস্থাপক (প্রশাঃ ও শ্রমঃ কঃ)
৩.	জনাব সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	দৌলতপুর জুট মিলস্ লিঃ	ব্যবস্থাপক (প্রশাঃ ও শ্রমঃ কঃ)
৪.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল ফয়সল উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	ব্যবস্থাপক (প্রশাঃ ও শ্রমঃ কঃ)
৫.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল ফয়সল উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	ব্যবস্থাপক (প্রশাঃ ও শ্রমঃ কঃ)
৬.	জনাব শাওন মাহমুদ উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব)	ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ লিঃ	ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীঃ/নিঃ/এমআইএস)
৭.	জনাব চন্দ্র লেখা রায় সহ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/ এমআইএস)
৮.	জনাব কে এম ইমামুল সহ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/ এমআইএস)
৯.	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ)	প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস্	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/ এমআইএস)
১০.	জনাব রনজিত রায় সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ)	আলীম জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/ এমআইএস)
১১.	জনাব মোঃ শাখাওয়াত খন্দকার সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ)	গুল আহমদ জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/ এমআইএস)
১২.	জনাব ইয়াসমিন সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ)	গুল আহমদ জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/ এমআইএস)
১৩.	জনাব নন্দিতা সরকার সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ)	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/ এমআইএস)
১৪.	জনাব আয়শা ছিদ্দিকা সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ)	বিজেএমসির পে-রোলে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে কর্মরত	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/ এমআইএস)
১৫.	জনাব মোঃ মোরসেদুর রহমান সহ-ব্যবস্থাপক (এমআইএস)	ইউএমসি জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/ এমআইএস)
১৬.	জনাব চন্দ্র কান্ত বৈরাগী সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ ও অর্থ)	কার্পেটিং জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/ এমআইএস)
১৭.	জনাব মোঃ রাশিদুল হক সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)	ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
১৮.	জনাব মোঃ শাহজাহান কামাল সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)	বাংলাদেশ জুট মিলস লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
১৯.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান সহ-ব্যবস্থাপক (পাট)	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ (দৌলতপুর জুট মিলে বদলী আদেশাধীন)	উপ-ব্যবস্থাপক (পাট)
২০.	জনাব মিজানুর রহমান সহ-ব্যবস্থাপক (পাট)	বাংলাদেশ জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (পাট)

২১.	জনাব মোঃ ইয়াছিন মুন্সী সহ-ব্যবস্থাপক (ভান্ডার)	জুটোফাইবার গ্লাস ইন্ডাঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (ভান্ডার)
২২.	জনাব পৌষালী সরকার সহ-ব্যবস্থাপক (ভান্ডার)	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	উপ-ব্যবস্থাপক (ভান্ডার)
২৩.	জনাব মোঃ রেজওয়ান আলী সহ-ব্যবস্থাপক (ভান্ডার)	আলীম জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (ভান্ডার)
২৪.	জনাব মোঃ এমদাদুল হক সহঃ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	কেএফডি লিঃ	প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
২৫.	জনাব পল্লব কুমার সাহা সহঃ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	কার্পেটিং জুট মিলস্ লিঃ	প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
২৬.	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন সহঃ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	বাংলাদেশ জুট মিলস্ লিঃ	প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
২৭.	জনাব এ এ এম মাসুম সহঃ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	করিম জুট মিলস্	প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
২৮.	জনাব নজরুল ইসলাম সহঃ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্	প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
২৯.	জনাব এ এন এম মহিদুল হক সহঃ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	ইউএমসি জুট মিলস লিঃ	প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
৩০.	জনাব বিমল কৃষ্ণ মন্ডল সহ-প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	আলীম জুট মিলস্ লিঃ	প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
৩১.	জনাব মাহবুবুল আলম সহ-প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	স্টার জুট মিলস্	প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
৩২.	জনাব সুনীল কুমার মন্ডল সহ-প্রকৌশলী (পুর)	ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ লিঃ	প্রকৌশলী (পুর)
৩৩.	জনাব মোঃ খায়রুল আলম সহ-প্রকৌশলী (পুর)	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ	প্রকৌশলী (পুর)
৩৪.	জনাব কাজী মোশারফ হোসেন সহ-ব্যবস্থাপক (মান নিয়ন্ত্রণ)	প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস্	উপ-ব্যবস্থাপক (মান নিয়ন্ত্রণ)
৩৫.	জনাব আশরাফ হোসেন সহ-ব্যবস্থাপক (বিপণন)	আলীম জুট মিলস্ লিঃ	উপ-ব্যবস্থাপক (বিপণন)
৩৬.	জনাব মোঃ মাহফুজুল আলম সহ-ব্যবস্থাপক (বিপণন)	করিম জুট মিলস্	উপ-ব্যবস্থাপক (বিপণন)
৩৭.	জনাব মাশফিকা জাহান সহ-ব্যবস্থাপক (বিপণন)	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	উপ-ব্যবস্থাপক (বিপণন)
৩৮.	জনাব মুহাম্মদ শাহজাহান সহঃ হিসাব কর্মকর্তা	আর আর জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/এমআইএস)
৩৯.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সহঃ হিসাব কর্মকর্তা	জাতীয় জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (হিঃ/অর্থ/বীমা/নিঃ/এমআইএস)
৪০.	জনাব সঞ্জয় দেব নাথ সহঃ পাট ক্রয় কর্মকর্তা	বাংলাদেশ জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (পাট)
৪১.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম সহঃ পাট ক্রয় কর্মকর্তা	হাফিজ জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (পাট)
৪২.	জনাব মাফুজুর রহমান সহঃ পাট ক্রয় কর্মকর্তা	জাতীয় জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (পাট)
৪৩.	জনাব লিটন হালদার সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	ইষ্টার্ণ জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৪৪.	জনাব মোঃ শফিকুল আলম সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	এমএম জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)

৪৫.	জনাব মৌসুমী জাহান সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	করিম জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৪৬.	জনাব মোঃ মোনাজাত হোসেন সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	খালিশপুর জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৪৭.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান খান সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৪৮.	জনাব মো: জাহিদ হাসান সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	রাজশাহী জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৪৯.	জনাব মোস্তাকিমুর রহমান (হীরা) সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	গুল আহমদ জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫০.	জনাব মোঃ পলাশ পারভেজ সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫১.	জনাব শামীম হোসেন সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫২.	জনাব মোঃ শওকত হোসেন রাজা সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫৩.	জনাব মোঃ সালাউদ্দিন সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	করিম জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫৪.	জনাব স্বপণ মহন্ত সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	ষ্টার জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫৫.	জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫৬.	জনাব পলাশ কুমার রায় সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	করিম জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫৭.	জনাব মোঃ আশরাফুল আলম সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	বাংলাদেশ জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫৮.	জনাব মোঃ এমদাদুল হক সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৫৯.	জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬০.	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	বাংলাদেশ জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬১.	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ মিয়া সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্	উপ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬২.	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্	উপ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬৩.	জনাব আবুল কালাম সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬৪.	জনাব মোঃ আবুল কালাম সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬৫.	জনাব সাইফুল ইসলাম সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	খালিশপুর জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬৬.	জনাব মোঃ ইমরান হোসেন সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬৭.	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৬৮.	জনাব দেলোয়ার হোসেন সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	আমিন জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)

৬৯.	জনাব মাজাহারুল ইসলাম সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	গুল আহম্মেদ জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৭০.	জনাব মোঃ খালেদ মোশাররফ সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	হাফিজ জুট মিলস্ লিঃ	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৭১.	জনাব মুঞ্জুর মোরশেদ খান সহঃ উৎপাদন কর্মকর্তা	গুল আহমদ জুট মিলস্	সহ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন)
৭২.	জনাব মোঃ শফিউল আলম উপ-সহঃ প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস	সহ-প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)

বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে কর্মরত কর্মচারীগণের পদোন্নতির তালিকা

ক্রঃ নং	কর্মচারীর নাম ও পদবী	বর্তমান কর্মস্থল	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ
১.	জনাব সুলতান আহাম্মদ হামিদী উচ্চমান সহকারী	ইউএমসি জুট মিলস লি:	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (প্রাশাঃ ও শ্রম কল্যান)
২.	জনাব মো: ইউসুফ আলী উচ্চমান সহকারী	ক্রিসেন্ট জুট মিলস লি:	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (প্রাশাঃ ও শ্রম কল্যান)
৩.	জনাব আখতার হোসাইন উচ্চমান সহকারী	আমিন জুট মিলস লি:	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (প্রাশাঃ ও শ্রম কল্যান)
৪.	জনাব মাহবুবা আক্তার উচ্চমান সহকারী	ইউএমসি জুট মিলস লিঃ	সহঃ হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/বীমা/ এমআইএস কর্মকর্তা
৫.	জনাব সিরাজুল ইসলাম শেখ উচ্চমান সহকারী	ষ্টার জুট মিলস লি:	সহঃ হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/বীমা/ এমআইএস কর্মকর্তা
৬.	জনাব তবিবুর রহমান উচ্চমান সহকারী	ষ্টার জুট মিলস লি:	সহঃ হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/বীমা/ এমআইএস কর্মকর্তা
৭.	জনাব মোঃ নুর মোহাম্মদ শিকদার উচ্চমান সহকারী	করিম জুট মিলস লিঃ	সহঃ হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/বীমা/ এমআইএস কর্মকর্তা
৮.	জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন, উচ্চমান সহকারী	স্টার জুট মিলস	সহঃ হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/বীমা/ এমআইএস কর্মকর্তা
৯.	জনাব মোঃ সাদিকুর রহমান উচ্চমান সহকারী	বিজেএমসি, প্রধান কার্যালয়	সহঃ হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা/বীমা/ এমআইএস কর্মকর্তা
১০.	প্রদীপ মজুমদার মান নিয়ন্ত্রণ সহকারী	খালিশপুর জুট মিলস লি:	সহকারী মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা
১১.	জনাব মোঃ সুলতান আহমেদ উচ্চমান সহকারী	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (ভান্ডার)
১২.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান সহ-ব্যবস্থাপক (পাট)	বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (ভান্ডার)
১৩.	জনাব মো: আমিনুল ইসলাম উচ্চমান সহকারী	রাজশাহী জুট মিলস লি :	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (ভান্ডার)
১৪.	জনাব মো: শাহরিয়ার পারভেজ উচ্চমান সহকারী	খালিশপুর মিলের পে-রোলে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (ভান্ডার ক্রয়)
১৫.	জনাব মো: সাখাওয়াৎ হোসেন উচ্চমান সহকারী	খালিশপুর মিলের পে-রোলে বিজেএমসি প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত	সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা (ভান্ডার ক্রয়)
১৬.	মোহাম্মদ ইদ্রিছ উচ্চমান সহকারী	আমিন জুট মিলস লি:	সহকারী বিক্রয় কর্মকর্তা

১৭.	মো: সাজ্জাদ হোসেন উচ্চমান সহকারী	রাজশাহী জুট মিলস লি :	সহকারী বিক্রয় কর্মকর্তা
১৮.	আশিকা আক্তার উচ্চমান সহকারী	ইউএমসি জুট মিলের পে-রোলে প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত	সহকারী বিক্রয় কর্মকর্তা
১৯.	নাম: মোঃ শহীদুল ইসলাম অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ	বিজেএমসি, প্রধান কার্যালয়	উচ্চমান সহকারী (পরিকল্পনা)
১৯.	জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ	বিজেএমসি, প্রধান কার্যালয়	উচ্চমান সহকারী (বিপণন)
২০.	জনাব মোঃ বেলাল হোসাইন অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ	বিজেএমসি, প্রধান কার্যালয়	উচ্চমান সহকারী (প্রশাসন)
২১.	জনাব মোছাঃ আনার কলি অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ	বিজেএমসি, প্রধান কার্যালয়	উচ্চমান সহকারী (বিপণন)

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান
চেয়ারম্যান, বিজেএমসি

তথ্য সংকলন ও প্রকাশনায়
জন-সংযোগ বিভাগ, বিজেএমসি

মুদ্রণ: ক্রিয়েটিভ মিডিয়া লিঃ

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন
আদমজী কোর্ট (এনেক্স-১),
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্সঃ ৯৫৫৮১৮২-৬,
৯৫৫৮১৯২-৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৬৭৫০৮,
৯৫৬৪৭৪০ ইমেইলঃ
bjmc.bd@gmail.com
ওয়েবঃ www.bjmc.gov.bd